

সহীহ আল বুখারী

২য় বন্ড

صحيح البخاری

عجلد رقم ۲

অধ্যায়—৯
كتاب الزكاة
 (যাকাতের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা। মহান আল্লাহ বলেন:

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।”

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিতেন।

১৩.৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

১৩০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামান দেশে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, তুমি (প্রথমে) তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ প্রত্যহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের ওপর তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে।

১৩.৬. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَبَّ مَالَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

১৩০৬. আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে বলল, আমাকে বেহেশতে যাবার উপায় স্বরূপ একটি কাজের কথা বলে দিন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল; 'চমৎকার প্রশ্ন তো!' নবী (সঃ) বললেন, সে জরুরী প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন তার। (তারপর তাকে বললেনঃ) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, (যথারীতি) নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে।

১৩.৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .

১৩০৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। বেদুইন বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এর অতিরিক্ত আমি কিছুই করব না। (আবু হুরাইরা বলেন,) লোকটি চলে গেলে নবী (সঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি কোন জ্ঞানাতবাসীকে দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে।^১

১৩.৮. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رِبِيعَةٍ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُّضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَيْنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤْتُوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدَّبَائِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْفَتِ .

১৩০৮. আবু জামরা (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একদা আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর

১. হজ্জ তখনো ফরয হয়নি। তাই বেদুইন লোকটিকে হজ্জের কথা বলা হয়নি।

রসূল! আমাদের এ গোত্রটি “রাবীআ” গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থলে কাফের “মুদার” গোত্রটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। (যার ফলে) ‘মাহে হারাম’^২ ব্যতীত (অন্য মাসে) আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দান করুন, যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেরাও আমল করতে পারি এবং আমাদের লোকদেরকেও (যাদের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি) এর প্রতি আহবান জানাতে পারি। নবী (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (যে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি তা হলো) (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। এই বলে তিনি নিজের হাত দ্বারা ইংগিত করেন,^৩ (২) নামায কয়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা এবং (৪) গনীমতের (জিহাদলব্ধ মাল) এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট) জমা দেয়া। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হস্তাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত^৪ (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি। সুলায়মান ও আবু নুমান হাম্বাদের সূত্রে বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো এ কথায় সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

১৩.৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَهُ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحُسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ -

১৩০৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর এবং আবু বাকর (রা)-র খেলাফতকালে আরবের কোন কোন গোত্র কাফের হয়ে গেল, তখন (আবু বাকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে) উমর (রাঃ) বলেন, আপনি কিরূপে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন (যারা কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে), অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে

২. ‘মাহে হারাম’-যে সব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। এ মাসগুলো হল মুহররম, রজব, জিল্বাদ ও জিলহজ্জ। গোটা আরব সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে।

৩. অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় নবী (সঃ) হাত মুঠিবদ্ধ করে শাহাদত আত্মল উত্তোলন করে আল্লাহর একত্বের প্রতি ইংগিত করেন।

৪. ‘দুব্বা’-লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বিশেষ। ‘হস্তাম’-মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ। ‘নাকীর’-কাঠের পাত্র বিশেষ। ‘মুযাফ্ফাত’ তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ। এসব পাত্রে তৎকালে শরাব রাখা হত।

যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। আর যে ব্যক্তি এটা বলল, সে তার জ্ঞান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করল। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে) এবং তার প্রকৃত বিচারভার আল্লাহর ওপর। তখন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের উপর আরোপিত অবশ্য দেয়। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাকরের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (অর্থাৎ আবু বাকরের অভিমত) সঠিক।

২-অনুচ্ছেদ : যাকাত দেয়ার ব্যাপারে বায়আত করা। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .

“যদি তারা (কুফরী থেকে) তওবা করে নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই”-(তাওবাঃ ১১)।

১২১. قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِصِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

১৩১০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণকামী হওয়ার ব্যাপারে বায়আত করেছি।

৩-অনুচ্ছেদ : যাকাত প্রতিরোধকারীদের ওনাহ। মহান আল্লাহ বলেন :

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ *

“আর যারা সোনা ও রূপা সঞ্চিত্ত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দান করুন। (সেদিন ঐ সব (সোনা-রূপা) দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং

তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (এবং বলা হবে) এটা তোমরা নিজেদের জন্য যা সংরক্ষণ করেছিলে তার প্রতিফল। সুতরাং যা তোমরা সংরক্ষণ করেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর”— (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)।

১৩১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ إِلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمَنْ حَقَّهَا أَرْزُ تَحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

১৩১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, উটের যা হক (দেয়) রয়েছে উটের মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজ্জা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। (তদুপ) বকরীর যা হক (দেয়) রয়েছে তার মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ বকরী পূর্বের চাইতে শক্তিশালী অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলন করতে ও শিং দ্বারা গুতোতে থাকবে। নবী (সঃ) বলেনঃ তার হকসমূহের মধ্যে একটি হল পানি পান করাবার স্থানে ওদের দোহন করা (এবং দরিদ্রদের মাঝে দুধ বিতরণ করা)। ৫ নবী (সঃ) আরো বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন বকরী কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! (আমাকে রক্ষা করুন) আর আমাকে যেন বলতে না হয়, আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্য (আজ) আমি কিছুই করতে পারি না। আমি তো (আল্লাহর হুকুম) আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন উট কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ) (সাহায্য করুন)! এবং আমাকেও যেন বলতে না হয়, তোমার ব্যাপারে কিছু করার এখতিয়ার (আজ) আমার নেই। আমি তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি।

১৩১২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبْيَبَانٍ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ

৫. গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত দেয়া ফরয। কিন্তু দরিদ্রের মাঝে দুধ বিতরণ ফরয নয়, নফল সদকা বিশেষ।

بِلَهْزِمَتِهِ يَعْنِي بِشِدْقِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كُنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ .

১৩১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে- যার (চোখ দুটোর ওপর) দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলদেশে পঁটানো হবে। অতপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত (কামড়ে) ধরে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। তারপর নবী (সঃ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ “এবং আল্লাহ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। কবুতঃ এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে”-(আল ইমরানঃ ১৮০)।

৪-অনুচ্ছেদ : যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা ‘কানয’ বা সঞ্চয়ের পর্যায়ে পড়ে না। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার ৬ (রূপা) কমে যাকাত নেই।

১৩১৩. عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبَرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ .

১৩১৩. খালিদ ইবনে আসলাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-র সাথে বের হলাম। এক বেদুইন (তাঁকে) বলল, আমাকে “যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে...” আয়াতের মর্মার্থ বলে দিন। ইবনে উমর (রঃ) বললেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রেখেছে এবং তার যাকাত আদায় করেনি তার পরিণতি অত্যন্ত অন্তত। আর প্রয়োজনের অতিরিক্তটুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করার হুকুম যাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। যাকাতের আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ যাকাতকে মাল পবিত্রকরণের উপকরণ বানিয়ে দিলেন।

১৩১৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ نُوْدٌ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

৬. পাঁচ উকিয়া হল তৎকালীন দু’শ দিরহাম আর বর্তমানে সাড়ে বায়ার তোলা রূপার সমান।

১৩১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার কমে (রূপার মধ্যে) যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের^৭ কমে (শস্যের মধ্যে) কোন যাকাত নেই।

১৩১৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبِذَةِ فَأَذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مِنْزِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَأَخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكُتِبَ إِلَى عُثْمَانَ يَشْكُونِي فَكُتِبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنْ أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَانَهُمْ لَمْ يَرَوْني قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنْجَيْتَ فَكُنْتُ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَرُوا عَلَى حَبْشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

১৩১৫. যায়েদ ইবনে ওয়াহব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (মদীনার নিকটবর্তী) ‘রাবায়া’^৮ নামক স্থানে গেলাম। সেখানে আবু যার (গিফারী)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ জায়গায় কেন এসেছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেখানে আমার ও মুয়াবিয়ার মধ্যে “যারা সোনা-রূপা সঞ্চিত করে...” আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। মুয়াবিয়া বললেন, এ আয়াত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের (মুসলমানদের) ও আহলে কিতাবদের (উভয়ের) উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার ও তাঁর মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলতে থাকে। অবশেষে মুয়াবিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে উসমানকে চিঠি লিখেন। উসমান আমাকে লিখলেন, আমি যেন মদীনায় চলে আসি। সুতরাং আমি মদীনায় চলে এলাম। এখানে এলে লোকেরা আমার নিকট এমনভাবে ভীড় জমাতে লাগল যেন তারা ইতিপূর্বে আমাকে কখনো দেখেনি (এবং আমার সিরিয়া ত্যাগের কারণ জানতে চাইল)। আমি এ ব্যাপারে উসমানকে অবহিত করলে তিনি আমাকে বললেন, যদি (তুমি ঝামেলা থেকে) দূরে থাকতে চাও তবে মদীনার অদূরে কোন (নিভৃত) স্থানে অবস্থান কর। আর এটাই সেই কারণ যা আমাকে এ জায়গায় আসতে বাধ্য করেছে (অর্থাৎ উসমানের আদেশই আমি এখানে অবস্থান করছি)। যদি খলীফা কোন হাবশীকেও আমার নেতা নিযুক্ত করেন, তবে আমি তার কথা শুনব এবং তার আনুগত্য করব।

৭. ‘পাঁচ ওয়াসাক’ এ দেশীয় ওজনে প্রায় আটশ মন। হানাফী মতে পাঁচ ওয়াসাকের কমেও উশর দিতে হয়।

৮. ‘রাবায়া’ মদীনা শহর থেকে মক্কার পথে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আবু যার গিফারী (রাঃ) উসমান (রাঃ)-র আদেশক্রমে মদীনা থেকে রাবায়ায় চলে যান এবং বাকী জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন। তাঁর মাযার সেখানেই বিদ্যমান।

۱۳۱۶. عَنْ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعْرِ وَالنِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلْمَةٍ تُدْنَى أَحَدَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةٍ تُدْنِيهِ يَتَرَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَذْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتُ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ وَمَنْ خَلِيلُكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَبْصِرُ أَحَدًا قَالَ فَتَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ كُلُّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَإِنْ هُوَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ .

১৩১৬. আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুরাইশদের একদল লোকের মাঝে বসা ছিলাম। ইঠাৎ সেখানে উচ্চকুলচুলধারী, মোটা পোশাক পরিহিত ও আলুথালু অবয়ব বিশিষ্ট এক লোকের আবির্ভাব ঘটল। লোকটি (সোজা) তাদের নিকট এসে দাঁড়াল এবং সালাম করে বলল, ‘সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের একজনের বুকের ওপর রাখা হবে যা তার কাঁধের হাড়গোড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। তারপর পাথরটি আবার তার কাঁধের ওপর রাখা হবে যা তার বক্ষস্থল ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (অগ্নিদাহে) কাঁপতে থাকবে।’ অতপর লোকটি পেছন দিকে সরে গিয়ে একটি খুঁটির কাছে গিয়ে বসে পড়ল। আমিও তার পিছু পিছু এসে তার নিকটেই বসে পড়লাম। কিন্তু সে কে তা আমি জানতাম না। আমি তাকে বললাম, তুমি যা বললে তাতে লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমার মনে হল। সে বলল, তারা কিছুই বুঝে না। অথচ (একথা) আমার বন্ধু বলেছেন। আমি বললাম, তোমার বন্ধু বলতে তুমি কাকে বুঝাচ্ছ? সে বললঃ (আমার বন্ধু হচ্ছেন) ‘নবী’ (সঃ)। (তিনি বলেছেন) হে আবু যার! তুমি কি উহদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ? আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দিনের কিছু অংশ তখনো বাকী রয়েছে (অর্থাৎ সূর্য তখনো অস্ত যায়নি)। আমি ধারণা করছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) (হয়ত বা) তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে (কোথাও) পাঠাবেন। আমি বললাম, হী (দেখতে পাচ্ছি)। তিনি বললেনঃ আমি এটা মোটেই পসন্দ করি না যে, উহদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আমার হোক আর আমি তা (আমার নিজের জন্য) খরচ করি। শুধু তিনটি স্বর্ণমুদ্রা হলেই আমার জন্য যথেষ্ট। (তারপর আবু যার বললেন) অথচ এরা তো কিছুই বুঝে

না। এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এদের নিকট পার্থিব কিছুই চাইব না (বরং স্বল্পতেই তুষ্ট থাকব) এবং দীন সম্পর্কেও এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করব না [বরং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যা শুনেছি তা-ই যথেষ্ট মনে করব]।

৫-অনুচ্ছেদ : ধন-সম্পদ সংপক্ষে ব্যয় করা।

১২১৭. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَسَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

১৩১৭. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা বা হাসাদা^১ বৈধ নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সংকাজে ব্যয় করার যথেষ্ট মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ‘হিকমত’ (জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে ও (লোকদের) তা শিখায়।

৬-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাতে প্রদর্শনেচ্ছা। মহান আল্লাহ বলেন:

قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (البقرة - ২৬৬)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ষোঁটা ও ক্রেশ দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বিনষ্ট কর না, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে (ওধু) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় অর্থ দান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তির উপমা এরূপ, যেমন এক বৃহৎ মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু পরিমাণ মাটি (জমে) থাকে, অতপর তাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়; তখন সেটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়। (তদুপ দানের মাধ্যমে) তারা যা কিছু অর্জন করেছে তদ্বারা (কপটতা ও লোক দেখানো

১- হাসাদা : এখানে গিবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো: অপরের ভালো দেখে সেরূপ হাসিল করার বাসনা। এরূপ ঈর্ষা বা গিবতা করা বৈধ।

উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে) কোন বিষয়েই তারা সুকল পাবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ দেখান না”- (সূরা বাকারা : ২৬৪)।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَقَالَ عِكْرَمَةُ وَابِلَ مَطَرٌ شَدِيدٌ وَالطَّلُّ
النَّدَى

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, “সালদান” শব্দের অর্থ এমন বতু বার ওপর কোন কিছুই চিহ্ন নেই। ইকরামা (র) বলেন : “ওয়াবিল” শব্দের অর্থঃ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, আর “তাল্লুন” শব্দের অর্থ শিশির বা হালকা বৃষ্টি।

৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত মালের সদকা (দান-খ.রাত) গ্রহণ করেন না। শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় অর্জিত মালের সদকাই গ্রহণযোগ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

لِقَوْلِهِ تَعَالَى - قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ
غَنِيٌّ حَلِيمٌ

“যে দানের পেছনে ক্রেশ রয়েছে সে দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী ও সহিষ্ণু”- (বাকারা : ২৬৩)।

৮-অনুচ্ছেদ : বৈধ উপায়ে অর্জিত মাল থেকে সদকা (দান) করা। মহান আল্লাহ বলেন :

لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

“আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন ও দানকে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপীদেরকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। (পরকালে) তাদের জন্য (কোনরূপ বিপদের) আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না” (বাকারা: ২৭৬-২৭৭)।

١٣١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ ثَمَرَةٍ مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا يَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

১৩১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ তো পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ ঐ দান নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতপর তিনি তা দানকারীর জন্য পরিপোষণ করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের অশ শাবক পরিপোষণ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।

৯-অনুচ্ছেদ : গ্রহীতার প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দান করা উচিত।

১৩১৯. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا (بِهَا)

১৩১৯. হারিসা ইবনে ওয়াহব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে, অথচ এমন কাউকে খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে তবে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

১৩২০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يَهْمُ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْزِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْزِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي.

১৩২০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদের এতটা প্রাচুর্য দেখা না দেবে যে, তা ভাঙার ভর্তি হয়ে উগচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনায় পড়বে যে, কে তার দান (যাকাত) গ্রহণ করবে এবং সে ঐ সম্পদ (দানের জন্য) পেশ করবে। কিন্তু যার সামনেই সে তা পেশ কবে সে-ই বলবে, আমার (ধন-সম্পদের) প্রয়োজন নেই।

১৩২১. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعِيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يَتَرَجَّمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَوْتِكَ مَا لَا فَلَيقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أَرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ

يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِينَ حَدَّكُمْ
النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيكُمْ طَبِيبَةً .

১৩২১. আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদা) নবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় দু'জন লোক তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হল। তাদের একজন দারিদ্র্যের অনুযোগ করল এবং অপরজন রাহাজানির (অর্থাৎ পথ-ঘাটের নিরাপত্তাহীনতার) অভিযোগ করল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : রাহাজানি সম্পর্কে কথা এই যে, অচিরেই (বাণিজ্যিক) কাফেলাসমূহ প্রহরী ছাড়াই মক্কা গমন করবে। দারিদ্র্য সম্পর্কে কথা এই যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না (অবস্থা এরূপ দাঁড়াবে যে) তোমাদের কেউ নিজের যাকাতের অর্থ নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবে অথচ এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করবে। তারপর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ (এক দিন) আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকবে না এবং কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কোন দোতায়ীও থাকবে না। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে বলবেঃ হাঁ নিশ্চয়ই। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমার নিকট রসূল পাঠাইনি? সে বলবেঃ হাঁ নিশ্চয়ই। অতপর সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর সে তার বাম দিকে নয়র করবে, কিন্তু (সেখানেও) আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় (অর্থাৎ সামান্য খেজুর দেয়ার সামর্থ্যও যদি না থাকে) তবে উত্তম কথা দিয়ে (দোষখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে)।

১৩২২. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ
الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ
يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يُلْذَنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ .

১৩২২. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি যাকাতের সোনা নিয়ে ইতস্তত ঘুরতে থাকবে কিন্তু এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে।

১০-অনুচ্ছেদ : এক টুকরা খেজুর কিংবা আরো নগণ্য কিছু দান করে হলেও (দোষখের) আগুন থেকে বেঁচে থাকা মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُهُ تَعَالَى - وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * أَيُّدٌ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ .

“যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং মানসিক দৃঢ়তা সহকারে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চে অবস্থিত উদ্যানের অনুরূপ, যাতে প্রচলিত বারিষারা বর্ষিত হয়, অনন্তর তাতে দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন হয়; আর যদি তাতে তেমন প্রচলিত বারিষাত নাও হয় তবে হালকা শিশিরই তার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী খুব প্রত্যক্ষ করছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পসন্দ করে যে, তার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান হয় যার তলদেশ দিয়ে ষর্গাসমূহ প্রবাহিত এবং তাতে রয়েছে সকল প্রকারের ফল ফলাদি”-
(বাকারা: ২৬৫-২৬৬)

১২২২. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَأًى وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنَى عَنْ صَاعٍ هَذَا فَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

১৩২৩. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যাকাত ও দান-খয়রাত সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা শ্রমের কাজ করতাম। একজন লোক (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) এসে বহু অর্থ-সম্পদ দান করে দিলেন। ঐ সময় (মুনাফিক) লোকেরা বলতে লাগল, এ লোকটি রিয়াকার অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করছে। তারপর অপর একজন লোক (আবু আকীল আনসারী) এসে এক সা^{১০} দান করলেন। (মুনাফিক) লোকেরা বলল, আল্লাহ এই এক সা’-র মুখাপেক্ষী নন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়: “যারা সদকা প্রদানে অগ্রহী মু’মিনদের বিদূষ করে এবং পরিশ্রম দ্বারা যারা অর্থোপার্জন করে তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে উপহাস করবেন (অর্থাৎ উপহাসের প্রতিফল দিবেন) এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”-
(তওবা: ৭৯)।

১০. এক সা’-র ওজন প্রায় তিন সের এগার ছটাক।

১২২৫. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامِلُ فَيَصِيبُ الْمُدَّ وَإِنْ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لِمِائَةِ أَلْفٍ .

১৩২৪. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আমাদের দান করার আদেশ করতেন (অর্থাৎ যাকাত ও দান-খয়রাতের হুকুম যখন অবতীর্ণ হয়) তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক ‘মুদ’^{১১} মজুরী লাভ করত এবং তা থেকে দান করত। আর আজ তাদের কেউ কেউ লাখপতি।

১২২৬. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

১৩২৫. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তোমরা (দোষখের) আগুন থেকে বাঁচ।

১২২৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ أَبْتَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

১৩২৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক তার দু’টি কন্যাসহ আমার নিকট সাহায্য চাইতে আসে। কিন্তু আমার নিকট একটা খেজুর ছাড়া সে আর কিছুই পেল না। আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। সে ঐ খেজুরটি তার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে একটুও খেল না, তারপর উঠে চলে গেল। নবী (সঃ) আমাদের নিকট এলে আমি তাঁকে ঘটনাটা বললাম। নবী (সঃ) বললেনঃ যে কেউ এরূপ অসহায় কন্যাদের কারণে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করবে তার জন্য তারা (কন্যারা) দোষখের আগুন থেকে আড়াল হবে (অর্থাৎ কন্যাদের প্রতিপালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন)।

১১-অনুচ্ছেদ : কোন প্রকারের দান-খয়রাত উত্তম এবং সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় দান করার কবীলতা মহান আল্লাহ বলেন :

لِقَوْلِهِ تَعَالَى- وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا إِخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ . (مُنَافِقُونَ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

“(হে ঈমানদানগণ!) আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে ব্যয় কর যখন (মৃত্যুলাগ্নে) সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক। যদি আমাকে আরো কিছু

দিন সময় দিভেন তাহলে আমি অনেক দান—সাদকা করতাম এবং সথলোকদের দলভূত হয়ে যেতাম। (সূরা মুনাফিকুন) “হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি তা থেকে ঐ দিন (কিয়ামত) আসার পূর্বে ব্যয় কর—যেদিন কোন ক্রয়—বিক্রয় হবে না, বন্ধত্ব থাকবে না এবং কোন সুপারিশ চলবে না। আর অবিশ্বাসীরাই হচ্ছে প্রকৃত ষালেমা” (বাকারা : ২৫৪)

১৩২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تَمْلِكُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحَقُّومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

১৩২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)—এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে রসূলুল্লাহ! কোন্ ধরনের দান সর্বাধিক পুণ্যের? তিনি বললেন, তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় (যে দান করবে) এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছ, ধনী হওয়ার আশাও পোষণ করছ, এমনভাবে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না, যখন তোমার প্রাণ হবে কঠাগত আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপরের হয়ে গেছে।

১২— অনুচ্ছেদ :

১৩২৮. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحَوْقٍ قَالَ أَطْوَلُكُمْ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةً أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فَعَلَمْنَا بَعْدَ إِنَّمَا كَانَتْ طَوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحَوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ -

১৩২৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)—এর কোন কোন সহধর্মিণী নবী (সঃ)—কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে মিলিত হবেন? তিনি বললেনঃ যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘ হস্তের অধিকারিণী। তাঁরা একটি কাঠি নিয়ে (নিজেদের) হাত মেপে দেখলেন, সাওদা (রাঃ) তাদের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘহস্ত। পরে (সবার আগে যখন মৃত্যু হলো) আমরা বুঝতে পারলাম, হাতের দীর্ঘতা মানে দানশীলতা। তিনি (যখন) আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।

১৩—অনুচ্ছেদ : প্রকাশ্যে দান করা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَوْلُهُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

“যারা দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার, তাদের জন্য কোন আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না”-(বাকারঃ ২৭৪)।

১৪-অনুচ্ছেদ : গোপনে দান করা। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি এতটা গোপনভাবে দান করল যে, তার ডান হাত কি খরচ করল তা তার বাম হাতও জানতে পাল না। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتِيهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

“যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং দরিদ্রকে প্রদান কর তবে সেটাও তোমাদের জন্য উত্তম। আর (এ দানের বরকতে) আল্লাহ তোমাদের পাপও মোচন করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন”-(বাকারঃ ২৭১)।

১৫-অনুচ্ছেদ : অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে যাকাত বা দান-খয়রাত করলে।

১২২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَاتَى فَقِيلَ لَهُ أَمَا صَدَقْتَكِ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُسْتَعْفَى عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعْفَى عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَغْتَبِرُ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

১৩২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদা এক ব্যক্তি বলল, অবশ্যই আমি কিছু দান-খয়রাত করব। অতপর সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং একটি চোরের হাতে তা সমর্পণ করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল: ‘হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা

তোমারই, আমি অবশ্যই (রাতের বেলা) আবারও কিছু দান-খয়রাত করব। আবার সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হল এবং (অজ্ঞাতে) একটি ব্যাভিচারিণীকে তা দান করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এ রাতে একটি যেনাকারিণীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললঃ হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই; একটি যেনাকারিণীকে (দান করা হল?)। আমি অবশ্যই (এ রাতেও) কিছু দান করব। সুতরাং (পুনরায়) সে তার দান-খয়রাত নিয়ে বের হল এবং (নিজের অজ্ঞাতে) তা এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল : হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই। একটি চোর, একটি যেনাকারিণী ও একজন ধনীকে (দান করা হল)। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার এসব দানের ব্যাপারে কথা এই যে, হয়ত বা এর কারণে চোরটি চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে; এবং যেনাকারিণী হয়ত যেনা থেকে বিরত থাকবে, আর ধনী ব্যক্তি হয়ত (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ফলতঃ আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দান করবে।

১৬-অনুচ্ছেদ : অজ্ঞাতে নিজের পুত্রকে দান করা।

১২২. عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَآبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلِيٌّ فَأَنكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجَنَّتْ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بَايَاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتُ يَا يَزِيدُ وَلَكِ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .

১৩৩০. মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা, আমার দাদা ও আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বায়আত করেছিলাম। তিনি আমার বিয়ের পয়গাম পাঠান এবং আমাকে বিয়েও করান। (একবার) আমি তাঁর নিকট একটি নালিশ নিয়ে গেলাম। (নালিশটি এই) আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট তা রেখে দিলেন (এবং তাকে দান করার অনুমতিও দিলেন)। অতপর আমি গিয়ে তা (দান-স্বরূপ) গ্রহণ করলাম এবং তা নিয়ে আমার পিতার নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে দান (করার) ইচ্ছা করিনি। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নালিশ করলাম। তিনি বললেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যে (পুণ্যের) নিয়াত করেছিলে তা তোমার (অর্থাৎ দানের সওয়াব তুমি ঠিকই পাবে) এবং হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।

১৭-অনুচ্ছেদ : ডান হাতে দান করা।

১২২১. عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا

ظَلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ مُعَلِّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ.

১৩৩১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ (কিয়ামত দিবসে) তীর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যে দিন তীর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক), (২) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে বড় হয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (অর্থাৎ জামাআতের প্রতি যে উন্মুখ থাকে), (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবেসেছে এবং তাতে অবিচল রয়েছে, কিংবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে (তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে), (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের দিকে) আহ্বান করে আর (তদুত্তরে) সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং তা এতটা গোপনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানতে পারল না তার ডান হাত কি দান করেছে এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দু'টো (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রুপাত করে।

١٣٣٢. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخُرَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا

১৩৩২. হারিসা ইবনে ওয়াহব আল-খুরায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে (কিন্তু দেয়ার মত কাউকে পাবে না)। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে, তবে অবশ্যই আমি তা তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

১৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার খাদেমকে দান করতে বলল, নিজের হাতে দান করল না। আবু মুসা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে (খাদেম)-ও দানকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

١٣٣٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ

مُفْسِدَةٌ كَانَتْ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৩৩৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রীলোক কোন ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে তার ঘরের খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে তবে সে সওয়াব পাবে। কেননা সে দান করেছে এবং তার স্বামীও সওয়াব পাবে, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের কেউ কারো সওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারবে না।

১৯-অনুচ্ছেদ : সম্বলতা বজায় রেখে দান-খয়রাত করা উচিত। যে ব্যক্তি দান করল অথচ সে নিজেই অভাবী কিংবা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্থ অথবা সে ঋণগ্রস্থ, এমতাবস্থায় (তার জন্য) দান, হেবা (উপটোকন) ও গোলাম আযাদ করার চাইতে ঋণ পরিশোধ সর্বাধিক জরুরী। এরূপ দান (আল্লাহর নিকট) প্রত্যাখ্যাত। কেননা অন্যের মাল বিনষ্ট করার অধিকার তার (দানকারীর) নেই। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের মাল বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদ হস্তগত করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। হী যদি ঐ ব্যক্তি (দানকারী) ধৈর্যশীল হিসেবে সুপরিচিত হয় এং নিজের অসম্বলতা থাকা সত্ত্বেও অপরকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম হয় (তবে তার কথা স্বতন্ত্র)। যেমন আবু বাকর (রাঃ) করেছেন, তিনি যখন নিজের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন সব সম্পদ দান করে দিলেন। এমনিভাবে আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর (যেহেতু) নবী (সঃ) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং দানের নামে লোকদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করার তার (দাতার) অধিকার নেই। কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে দান করে দিতে চাই (কেননা এ মালের কারণেই আমি জিহাদে শরীক হতে পারিনি)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ। আর সেটাই হবে তোমার জন্য উত্তম। আমি বললামঃ আমি আমার খায়বারের (যমীনের) অংশটুকু নিজের জন্য রাখলাম।

১৩৩৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَأَبَدًا بِمَنْ تَعُولُ .

১৩৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান এবং নিজের পোষ্য আত্মীয়দের দিয়ে (দান-খয়রাত) গুরু কর।

১২৩৫. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ أَيْدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِزْ يَغْنِهِ اللَّهُ .

১৩৩৫. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। নিজের পোষ্য (আত্মীয়)-দের দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু কর। অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে (তা থেকে) পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

১২৩৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالْتِعَافَ وَالْمَسْأَلَةَ أَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ أَيْدِ السُّفْلَى فَالْيَدِ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ .

১৩৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে দান-খয়রাত, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বলেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। ওপরের হাত হল দানকারীর এবং নীচের হাত হল দান প্রার্থীর।

২০-অনুচ্ছেদ : কিছু দান-খয়রাত করে ষোঁটা দেওয়া নিন্দনীয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

“যারা নিজেরদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতপর যা তারা ব্যয় করে তার জন্য (দান গ্রহীতাকে) গুণনা (ষোঁটা) না দেয় এবং ক্রেস প্রদান না করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের জন্য কোনরূপ আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না”-(বাকারা: ২৬২)।

২১-অনুচ্ছেদ : যিনি তড়িঘড়ি দান-খয়রাত করা পসন্দ করেন।

১২৩৭. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَاسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ .

১৩৩৭. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) একদিন আসরের নামায সমাপন করে খুব তড়িঘড়ি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অথবা তাঁকে (এ তড়িঘড়ির কারণ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ সদকার এক টুকরা কীচা সোনা আমি ঘরে রেখে এসেছিলাম। আর সদকার মাল ঘরে রেখে রাত যাপন করাটা আমার অপসন্দনীয়। তাই তা আমি বন্টন করে দিয়ে এলাম।

২২-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা।

১৩৩৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَبِلَالٍ مَعَهُ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلُوبَ وَالْخُرُصَ.

১৩৩৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ঈদের দিন নবী (সঃ) বের হলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তার আগে ও পরে তিনি কোন নামায (নফল বা সুন্নাত) পড়েননি। অতপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে তাদের ওয়াজ্ব নসীহত করলেন। (এ সময়) বিলাল (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে দান-খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের চুড়ি ও কানবালা খুলে দিতে থাকল।

১৩৩৯. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

১৩৩৯. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন সাহায্য প্রার্থী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসত, কিংবা তাঁর নিকট কোন প্রয়োজন মিটাবার আবেদন করা হত, তখন তিনি বলতেনঃ তোমরা সুপারিশ কর, তার জন্য তোমরা পূণ্য লাভ করবে। আল্লাহ তাঁর নবীর যবনীতে যা চান তাই আদেশ করেন।

১৩৪০. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُؤْكِلِي فَيُؤْكِلِي عَلَيْكَ.

১৩৪০. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ (দান না করে) সম্পদ আটকে রেখো না, তাহলে তোমার ক্ষেত্রেও (না দিয়ে) আটক করে রাখা হবে।

১৩৪১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ.

১৩৪১. আবদা ইবনে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আসমা (রা) কে বলেছেনঃ (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।

২৩-অনুচ্ছেদ : সামর্থ অনুযায়ী দান করা।

১৩৪২. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهَ عَلَيْكَ أَرْضَ خَيْ مَا اسْتَطَعْتَ .

১৩৪২. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলেন। নবী (সঃ) (তাকে) বললেনঃ (টাকা-পয়সা) ধলেতে আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে আবদ্ধ করে রাখবেন, যতটুকু সাথে কুলোয় দান কর।

২৪-অনুচ্ছেদ : দান-খয়রাতে পাপ মোচন হয়।

১৩৪৩. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِي فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ قَالَ سَلِمْتُ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ بَابٌ مَغْلُوقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا قَالَ قُلْتُ أَجَلٌ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ فَقُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ نُونًا غَدًا لَيْلَةً وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ .

১৩৪৩. হযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) (আমাদের লক্ষ্য করে) বললেন, বিপর্যয় (ফেতনা) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার স্মরণ রয়েছে? হযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, তিনি (এ সম্পর্কে) যা বলেছেন আমি তা হুবহু স্মরণ রেখেছি। উমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি তো দেখছি এ ব্যাপারে বড় সাহসী, আচ্ছা বল তো! তিনি (হযাইফা) বলেন, আমি বললাম, হাদীসটি এই যে, মানুষের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে যে বিবাদের সূত্রপাত হয় নামায, দান-খয়রাত ও ন্যায়ের আদেশ তার জন্য কাফ্যারা স্বরূপ। (রাবী) সুলায়মান বলেন, কখনো তিনি (আবু ওয়াইল) এভাবে বলতেন, নামায, দান-খয়রাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ (তার জন্য কাফ্যারা স্বরূপ)। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, আমার উদ্দেশ্য এটা নয়; বরং আমি ঐ ফেতনা সম্পর্কে জানতে

চাচ্ছি যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় উখিত হবে। হযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল্ল মু'মিনীন! সে সম্পর্কে আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই। (কেননা) আপনার ও তার মাঝে একটি রুদ্ধ দ্বার রয়েছে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, ঐ (রুদ্ধ) দ্বার ভাঙ্গা হবে, না খোলা হবে? হযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, না; বরং ভাঙ্গা হবে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, যদি ভাঙ্গা হয় তবে তো ওটা আর কখনো বন্ধ হবে না। হযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হী। [আবু ওয়াইল রাঃ বললেনঃ] ঐ (রুদ্ধ) দ্বার কে, তা আমরা হযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম। তাই আমরা মাসরুকে বললাম, তাঁকে (হযাইফাকে) জিজ্ঞেস করুন। মাসরুকে (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (ঐ রুদ্ধ-দ্বার হল) উমর। আবু ওয়াইল (রাঃ) বলেন, আমরা (আবার) জিজ্ঞেস করলাম, উমর কি জানেন আপনি তাঁকে বুঝছেন? তিনি (হযাইফা) বললেন, হী, এরূপ (দৃঢ়)-ভাবে জানেন যেমন আগামী কালের পূর্বে আজকের রাত। কেননা আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি যা ভুল নয়।

২৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় দান-খয়রাত করল, পরে মুসলমান হল।

১৩৪৪. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنُّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتَاقَةٍ وَصَلَةٍ رَحِمَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

১৩৪৪. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রসুলুল্লাহ! আমাকে বলুন, অজ্ঞতার যুগে ধর্মকাজ মনে করে যে দান-খয়রাত অথবা দাসমুক্তি কিংবা রক্ত-বন্ধন সংযুক্ত রাখা (আত্মীয়তা রক্ষা করা) প্রভৃতি কাজ করতাম তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন নবী (সঃ) বললেনঃ অতীতে সম্পন্ন পুণ্য কাজ সমেতই তুমি মুসলমান হয়েছ।

২৬-অনুচ্ছেদ : যে খাদেম কোনরূপ ক্ষতি না করে তার মনিবের আদেশে দান করে, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

১৩৪৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَصَدَّقْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ طَعَامٍ زَوْجَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

১৩৪৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক (পরিবারের) ক্ষতি সাধন না করে তার স্বামীর খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে পুণ্য লাভ করবে (যেহেতু সে দান করেছে) এবং তার স্বামীও (পুণ্য লাভ করবে) যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে।

১৩৪৬. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفَذُ وَرَيْعًا قَالَ يُعْطَى مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلًا مُؤَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ .

১৩৪৬. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সম্বলিতভাবে কাজে পরিণত করে কিংবা (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা পৌঁছে দেয় সে দানকারীঘরের একজন (অপর জন দাতা স্বয়ং)।

২৭-অনুবাদঃ যে স্ত্রী ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান-খয়রাত করে কিংবা কাউকে কিছু খেতে দেয়, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

১৩৪৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ .

১৩৪৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রী কোন-রূপ ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান-খয়রাত করে কিংবা যদি কোন স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু খেতে দেয়, তবে সে পূণ্য লাভ করবে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পূণ্য লাভ করবে। আর খাজাঞ্চীও ঐ পরিমাণ পূণ্য পাবে। স্বামী এজন্য পাবে যে, সে উপার্জন করেছে, আর স্ত্রী এজন্য পাবে যে, সে দান করেছে।

১৩৪৮. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ .

১৩৪৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : যদি কোন স্ত্রীলোক ক্ষতি সাধন না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে এর সওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও (সওয়াব পাবে), যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে।

২৮-অনুবাদ : আল্লাহর বাণী-

قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى فَسَنَسِرُهُ لِلْيُسْرَى
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّابَ بِالْخُسْنَى فَسَنَسِرُهُ لِّلْعُسْرَى -

“যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আর উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মানে, অচিরেই আমি তার জন্য (শান্তির) সহজ পথকে আরো সহজ করে দেব। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়ে অসত্য আরোপ করে, সত্ত্বরই আমি তার জন্য (শান্তির) পথকে সুগম করে দেব” —(আল-লাইল: ৫-১০)। (ফেরেশতারা দোআ করে: হে আল্লাহ! দানকারীকে পুরস্কৃত কর।

১২৬৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا.

১৩৪৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে: হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে : হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।

২৯-অনুবাদ : দাতা ও কৃপণের উপমা।

১৩৫০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تُدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يَرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَسْبِعُ.

১৩৫০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিব্যয়ের উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির মত যাদের দু'জনের গায়ে দুটি লৌহবর্ম রয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে অপর একটি রিওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ কৃপণ এবং দাতার উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির অনুরূপ যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কঠিনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কঠিনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যখনই দান করতে উদ্যত হয়, তখন ঐ বর্ম তার শরীরে ঢিলা ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি তা তার নখত্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি

যখনই কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের প্রতিটি আংটা স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও ঢিলা করতে চায় কিন্তু তা ঢিলা হয় না।

৩০-অনুচ্ছেদ : উপার্জন ও ব্যবসায়িক পণ্য থেকে দান-খয়রাত করা। মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি মাটি (ভূমি) থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করি তার মধ্য থেকে যা উৎকৃষ্ট তা থেকে দান করা তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা কর না। (কেননা) তোমরা নিজেরাও তো ঐরূপ বস্তু (কারো কাছ থেকে) শ্রুষ্টিত না করে নিতে চাও না এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং প্রশংসিত” –(বাকারা: ২৬৭)।

৩১-অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক মুসলমানেরই দান-খয়রাত করা কর্তব্য। যদি তাতে অসমর্থ হয় তবে সে যেন সৎকাজ করে।

۱۳۵۱. عَنْ جَدِّ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْيَمْسِكِ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ .

১৩৫১. সাঈদ ইবনে আবু বুরদার দাদা (আবু মুসা আশআরী রাঃ) থেকে। নবী (সঃ) বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানেরই দান-খয়রাত করা কর্তব্য। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর নবী! যার কিছু নেই (সে কি করবে)? তিনি বললেন, সে নিজ হাত দিয়ে কাজ (শ্রম) করবে, ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করতে পারবে। তীরা বললেন, যদি সে তাতেও অক্ষম হয়? তিনি বললেন : তবে সে অভাবী ও দুর্দশগ্রস্তের (কাজে) সাহায্য করবে। সাহাবারা বলেন, যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তবে সে যেন সৎকাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা ই তার জন্য সদকা।

৩২-অনুচ্ছেদ : যাকাত কি পরিমাণ দিতে হবে? যে ব্যক্তি বকরী দান করল।

۱۳۵۲. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّهَا قَالَتْ بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى

عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أُرْسِلَتْ بِهِ نُسَيِّئُهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّأْنِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغْتَ مَحَلَّهَا .

১৩৫২. উম্মে আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার-রমলী নুসাইবা'র^{১৩} নিকট (সদকার) একটি বকরী [নবী (সঃ) কর্তৃক] প্রেরিত হয়েছিল এবং সে (নুসাইবা) তা থেকে কিছু (গোশত) আয়েশা (রাঃ)-র নিকট পাঠিয়েছিল। নবী (সঃ) তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ বকরীটির যে গোশত নুসাইবা পাঠিয়েছে তাছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি [নবী সঃ] বললেন, নিয়ে আস, ওটা (সদকা) যথাস্থানে পৌছে গেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ : রূপার যাকাত।

১৩৫৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي دُونِ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩৫৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই,^{১৪} (রূপার মধ্যে) পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে কোন যাকাত নেই।

১৩. নুসাইবা উম্মে আতিয়া (রাঃ)-রই নাম। নিজেই নিজের বিবরণ দিতে গিয়ে তৃতীয় পুরুষ (3rd person) ব্যবহার করেছেন।

১৪. এক নজরে বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের পরিমাণঃ

(১) উটঃ ৫ থেকে ২৪টি পর্যন্ত উটের যাকাত-

০ প্রতি ৫টিতে ১টি বকরী দিতে হবে।

০ ২৫	থেকে	৩৫ পর্যন্ত	১টি ২ বছরের	মাদী	উট।
০ ৩৬	"	৪৫ "	১টি ৩ "	"	"
০ ৪৬	"	৬০ "	১টি ৪ "	"	"
০ ৬১	"	৭৫ "	১টি ৫ "	"	"
০ ৭৬	"	৯০ "	১টি ৬ "	"	"
০ ৯১	"	১২০ "	২টি ৮ "	"	"
অতপর প্রতি ৪০টিতে		১টি ৩ "	"	"	"
আর প্রতি		৫০ "	১টি ৪ "	"	"

(২) গরুঃ

০ প্রতি ৩০টিতে ১টি ১ বছরের গাভী

০ প্রতি ৪০টিতে ১টি ২ বছরের গাভী

১৩৫৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا

১৩৫৪. আবু সাঈদ (খুদরী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ) থেকে (ওপরে বর্ণিত) এ হাদীসটি শুনেছি।

৩৪-অনুলেদ : যাকাত বাবত (সোনা-রূপার পরিবর্তে) পণ্য-সামগ্রী দান করা। তাউস (র) বলেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) (যাকাত আদায় করতে গিয়ে) ইয়েমেনবাসীকে বললেন, তোমরা যাকাত বাবত যব ও ছুট্টা (ইত্যাদির) পরিবর্তে বস্ত্র জাতীয় পণ্য অর্থাৎ চাদর কিংবা পোশাক আমার নিকট নিয়ে আস। এটা (যেমন) তোমাদের জন্যও সহজ হবে (তেমনী) মদীনায় নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের পক্ষেও উত্তম হবে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ খালিদ ইবনে ওলীদ তার লৌহবর্ম তথা যুদ্ধের হাতিয়ার আত্মাহর পথে (লড়ার জন্য) ওয়াকফ করে দিয়েছে।

নবী (সঃ) (একদা) জীলোকদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা তোমাদের অলংকার হলেও দান কর। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এতে বুখা যায়, নবী (সঃ) দানের ক্ষেত্রে পণ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করেননি। তখন জীলোকেরা তাদের কানবালা ও গলার হার খুলে দান করতে লাগল। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) সোনা-রূপাকে পণ্য-সামগ্রী থেকে আলাদা করেননি।

১৩৫৫. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَةٌ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَأَنَّهُ تَقَبَّلَ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهَا ابْنٌ لَبُونٍ فَأَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

(৩) ছাগল/ ভেড়া:

০ ৪০	থেকে	১২০ পর্যন্ত	১টি ১ বছরের বকরী		
০১২১	"	২০০ পর্যন্ত	২টি ১	"	"
০ ২০১	"	৩০০ পর্যন্ত	৩টি ১	"	"

অতপর প্রতি শতে ১টি করে বাড়বে।

(৪) স্বর্ণ: $৭\frac{১}{২}$ তোলা, রূপা : $৫২\frac{১}{২}$ তোলা হলে $\frac{১}{৪০}$ যাকাত।

(৫) কৃষিজাত : বিনা সেচে $\frac{১}{১০}$, সেচে $\frac{১}{২০}$ ।

(৬) খনিজ মালের $\frac{১}{৫}$ ।

(৭) অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের $\frac{১}{৪০}$ ।

১৩৫৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাকুর (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তন্মধ্যে ছিল) যার যাকাত এ পরিমাণ দাঁড়ায় যে, তার ওপর পূর্ণ এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী দেয়া (ওয়াজিব) হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং দু'বছর পূর্ণ হয়েছে এমন একটি উষ্ট্রী তার নিকট রয়েছে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। আর যদি পূর্ণ এক বছরের বাচ্চা উষ্ট্রী দেয় হয় আর তা তার নিকট না থাকে, বরং পূর্ণ দুই বছরের উট তার থাকে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু তার সাথে আর কিছুই দেয় হবে না।

১৩৫৬. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمِعِ النِّسَاءَ فَاتَّاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَالْإِلَى حَلْقِهِ.

১৩৫৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খুতবার পূর্বে (ঈদের) নামায পড়েন। অতপর তিনি ভাবলেন যে, স্ত্রীলোকদের তিনি তার খুতবা (ভাষণ) শুনাতে পারেননি (অর্থাৎ দূরত্বের কারণে তারা শুনেতে পায়নি)। তাই তিনি তাদের নিকট আসলেন। বিলাল (রাঃ)-ও তাঁর সাথে আসলেন এবং এক খন্ড কাপড় বিস্তৃত করে ধরলেন। তারপর তিনি [সঃ] তাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা যে যা পারল দান করতে লাগল। এ কথা বলে বর্ণনাকারী আইউব (র) তাঁর কান ও গলার দিকে ইংগিত করেন। (অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা তাদের কান ও গলা থেকে অলংকারাদি খুলে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল)।

৩৫-অনুচ্ছেদ : বিচ্ছিন্নগুলো একত্র ও একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সালিম (র) ইবনে উমর (রাঃ)-র সূত্রে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৫৭. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

১৩৫৭. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্ধারিত করেছেন, আবু বাকুর (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তার মধ্যে এটাও ছিল) স্যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নগুলোকে যেন একত্র করা না হয় এবং একত্রগুলোকে যেন বিচ্ছিন্ন করা না হয়।” ১৫

১৫. যাকাত দেয়ার ভয়ে অপকৌশল অবলম্বন করা যেমন-দুই ভাইয়ের পৃথক পৃথক চপ্পিটি বকরী আছে। এভাবে দু'জনের দু'টি বকরী যাকাত হিসাবে দেয়। সুতরাং তারা এ সুযোগ গ্রহণ করলো যে, একত্র করে আশিটি বকরী দেখিয়ে দিলো আর একটি বকরী যাকাত আদায় করলো, কেননা চপ্পি থেকে একশ বিশ পর্যন্ত বকরীর জন্যও একটি বকরীই দিতে হয়।

৩৬-অনুচ্ছেদ : যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে। তাউস ও আতা (রা) বলেন, যদি শরীকদ্বয় তাদের স্ব স্ব মাল সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে তবে তাদের মালকে (যাকাত আদায়ের জন্য) একত্র করা যাবে না। সুফিয়ান সাওরী (রা) বলেন, শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের চল্লিশটি করে বকরী না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না।

১৩৫৮. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الْبَنَى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ .

১৩৫৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্দিষ্ট করেছেন আবু বাকর (রাঃ) তা তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) “এবং যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানায় থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে তা সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে।”

৩৭-অনুচ্ছেদ : উটের যাকাত। আবু বাকর, আবু যার ও আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৫৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيَحْكُ أَنْ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يُتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا .

১৩৫৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আরে হতভাগা! ওটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি যাকাত দেওয়ার মত উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপারে (দূর দেশে) থেকে নেক আমল করতে থাক, আল্লাহ তোমার নেক আমল থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবেন না। ১৬

৩৮-অনুচ্ছেদ: যার এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী যাকাত হিসাবে ধার্য হয় অথচ তা তার নিকট নেই।

১৩৬. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا

অথবা কারো কাছে যাট কিংবা সত্তর তোলা রূপা ছিল। সে যাকাতের ভয়ে কিছু রূপা বেনামা অপরকে দিয়ে রাখলো যেন তার নেসা-ব পূর্ণ না হয়। তাহলে যাকাত দিতে হবে না। এ ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করা জঘন্য গোনাহর কাজ।

১৬. অর্থাৎ দূর দেশ থেকে আল্লাহর হুকুম যথাযথ পালন করাই যথেষ্ট! সেখান থেকে হিজরত করে এখানে আসার প্রয়োজন নেই। কারণ হিজরতের বিধি-বিধান পালন করা বড়ই কঠিন ও দুরূহ।

تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذْعَةُ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْجَذْعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطَى مَعَهَا عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .

১৩৬০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আব্বাহ তাঁর রসূল (সঃ)-কে ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে যে আদেশ করেছিলেন, আবু বাকর (রা) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) “যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, (তার ওপর) একটি পঞ্চম বর্ষীয় উষ্ট্রী যাকাত বাবত ওয়াজিব হয় অথচ তার নিকট সেটা নেই, বরং তার নিকট রয়েছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাকে এর সাথে (অতিরিক্ত) দু’টি বকরী দিতে হবে যদি এটা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়, অথবা বিশ দিরহাম (দিতে হবে)। আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয়, অথচ তার নিকট চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী নেই, বরং তার নিকট আছে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু’টি বকরী প্রদান করবে। যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ছাড়া আর কিছু (চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষীয়া) নেই, তবে তার কাছ থেকে তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে দু’টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট আছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু’টি বকরী প্রদান করবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং তার নিকট আছে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার নিকট থেকে গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু’টি বকরী (অতিরিক্ত) দিতে হবে।

৩৯-অনুচ্ছেদ : মেষ ও বকরীর যাকাত।

۱۳۶۱. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ رَسُولُهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ
فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ مِنَ الْأَبْلِ فَمَا دُونََهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ
شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى فَإِذَا
بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ
فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَقِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَنْ
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْأَبْلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ
خَمْسًا مِنَ الْأَبْلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى
عَشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ
عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَقِي كُلِّ
مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا
صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً
فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

১৩৬১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রাঃ) তাঁকে বাহরাইনে পাঠানোর সময়
নিম্নোক্ত আদেশনামা লিখে দেনঃ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে
মুসলমানদের ওপর যা নিধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যা আদেশ
করেছেন তা এই। কাছেই মুসলিমদের মধ্যে যার কাছেই (যাকাত) বিধি অনুসারে এটা
চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার অধিক (অর্থাৎ নির্দিষ্ট
পরিমাণের অধিক) দাবী করা হয় সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট কিংবা
তার কম হলে বকরী দিতে হবে (এ নিয়মে যে,) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী।
উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পয়ত্রিশ হবে তখন তাতে একটি দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী (দেয়
হবে); যখন তা ছত্রিশ থেকে পয়তাল্লিশে পৌছবে তখন তাতে একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী
দিতে হবে, যখন তা ছিচত্রিশ থেকে ষাট হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী একটি
চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন
তাতে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন

তাতে দু'টি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে একশ' বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী দু'টি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা একশ' বিশের উর্ধ্বে যাবে তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয় হবে। যদি কারো নিকট মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ যদি মালিক স্বৈচ্ছায় (নফল সাদকা হিসেবে) কিছু প্রদান করে (তবে তা উত্তম)। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। গৃহপালিত বকবীর যাকাত দিতে হবে-চল্লিশ থেকে একশ' বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী, একশ' বিশটির অধিক হলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী; দু'শ'য়ের অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী এবং যদি তিনশ'য়ের অধিক হয় তবে প্রতি একশ'য়ের জন্য একটি বকরী (ওয়াজিব হবে)। বকরীর সংখ্যা যদি কারো নিকট চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বৈচ্ছায় কিছু প্রদান করে (ভালো)। রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) প্রদান করা ওয়াজিব। যদি রূপার পরিমাণ মাত্র একশ' নব্বই দিরহাম হয় তবে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।^{১৭} হাঁ, যদি মালিক ইচ্ছা করে (তবে নফল হিসেবে কিছু দান করতে পারে)।

৪০-অনুচ্ছেদ : যাকাত বাবত অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) কিংবা পাঠা ছাগল গ্রহণ করা যাবে না। হাঁ, যদি আদায়কারী (প্রয়োজন বশত) নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

১৩৬২. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৩৬২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-কে (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাকর (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল), যাকাত বাবত যেন অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) ও পাঠা ছাগল দেয়া না হয়, হাঁ, আদায়কারী যদি (প্রয়োজন বশত পাঠা) পশু নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

৪১-অনুচ্ছেদ : যাকাত বাবত বকরীর মাদী বাচ্চা গ্রহণ করা।

১৩৬৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤْذِنُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۖ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِمَا قَالَ عُمَرُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

১৭. কমপক্ষে দু'শ দিরহাম হলে রূপার মধ্যে যাকাত ফরয হয়। এ দেশে এর পরিমাণ সাড়ে বায়ান তোলা।

১৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্র (রাঃ) (যাকাত সম্পর্কে) বলেছেনঃ “আল্লাহর কসম! যদি তারা এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা, ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাক্রের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (আবু বাক্রের কথাই) সঠিক।

৪২-অনুচ্ছেদ : যাকাত বাবত লোকদের উত্তম মালসমূহ গ্রহণ করা যাবে না।

১৩৬৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَأْخُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَمَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ .

১৩৬৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায (রাঃ)-কে (দশম হিজরীতে) ইয়ামন দেশে পাঠান তখন বলেন : তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানাবে। যদি তারা আল্লাহর কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাত পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন-যা তাদের (ধনীদের) সম্পদ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরিত হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবে, কিন্তু সাবধান! লোকদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকবে।

৪৩-অনুচ্ছেদ : পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই।

১৩৬৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ ذُؤْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ .

১৩৬৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : খেজুরের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই; রূপার মধ্যে পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই।

৪৪-অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই চিনতে পারব যে আল্লাহর নিকট চিৎকাররত গাভী নিয়ে হাযির হবে। 'খুওয়ার' শব্দের পরিবর্তে 'জুওয়ার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে 'তাজ্জাকানা,' অর্থাৎ গরু যেমন চিৎকার করে, তারাও তেমন চিৎকার করবে।

১৩৬৬. عَنْ أَبِي دَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بَكِيرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৩৬৬. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী (সঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেনঃ ঐ সম্ভার কসম যার অধিকারে আমার প্রাণ, অথবা (বলেছেন) ঐ সম্ভার কসম যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, অথবা অনুরূপ কোন হলফ করে (তিনি বললেন) যারই উট কিংবা গরু অথবা বকরী রয়েছে-যদি সে তার হক (ওয়াজিব) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ জানোয়ারগুলোকে পূর্বের চাইতেও অধিক বড় ও মোটাতাজা অবস্থায় ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা হবে এবং ঐ জানোয়ার স্বীয় খুর দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে দলন করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা তাকে গুঁতোতে থাকবে। যখন শেষ জানোয়ারটি তাকে অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথমটি আবার তার কাছে ফিরে আসবে (এবং পালাক্রমে তাকে দলন করতে শুরু করবে)। এমনিভাবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৪৫-অনুচ্ছেদ : ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। একটি আত্মীয়তার (হক আদায়ের) জন্য, অপরটি দান করার জন্য।

১৩৬৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهُ أَكْثَرَ الْإِنصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءٍ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرِ حَاءٍ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ

تَعَالَى فَصَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخِ ذَلِكَ مَا لُ رَاحٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ تَابِعَهُ رُوحٌ .

১৩৬৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রাঃ)-রই খেজুর বাগানের সম্পদ সবচাইতে অধিক ছিল এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে 'বাইরু হা'আ (বাগানটিই) তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো কখনো ঐ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার মিঠা পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলঃ "তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না," তখন আবু তালহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, "হে রসূলুল্লাহ! মঙ্গলময় মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না। (আমি দেখলাম) আমার সম্পদসমূহের মধ্যে 'বাইরু হাআ' আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম, আল্লাহর নিকট এর পূণ্য ও সঞ্চয়ের আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটা নিয়ে নেন এবং যেভাবে ইচ্ছা এটা ব্যবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ বাঃ! এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। (তবে) তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দেয়াটাই আমি সঙ্গত মনে করি। আবু তালহা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতপর আবু তালহা (রাঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

১৩৬৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعِظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرُّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمِ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرُنَّ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مَنْ نَاقَصَاتِ عَقْلٍ وَبِدْنٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ أَحَدِكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَازِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذِنُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَزَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ .

১৩৬৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদগাহে বের হলেন। অতপর (নামায) শেষ করে তিনি লোকদের নসীহত করলেন এবং তাদের দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমরা দান-খয়রাত কর। তারপর তিনি (উপস্থিত) মহিলাদের নিকট পৌছলেন এবং বললেনঃ হে নারী সমাজ! তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ কেন হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা (অন্যের প্রতি) খুব বেশী লা'নত (অভিশাপ) করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। হে নারীগণ! তোমাদের অপূর্ণ বুদ্ধি ও দীন হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকে দেখিনি। অতপর তিনি (সঃ) ঘরে ফিরলেন। যখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসলেন, তখন ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে যয়নব (দেখা করতে চাচ্ছেন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? জবাবে বলা হল, ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হাঁ, তাকে অনুমতি দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি (এসে) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজ দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নিকট আমার নিজস্ব কিছু অলংকার রয়েছে, যা আমি দান করতে মনস্থ করেছি। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) মনে করেন যে, আমি যাদেরকে এটা দান করতে চাই তাদের চাইতে তিনি এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে, তুমি যাদের ওটা দান করতে চাও তাদের চাইতে তোমার স্বামী ও তোমার সন্তান-সন্ততিই অধিক হকদার।

৪৬-অনুচ্ছেদ : মুসলমানের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

১২৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.

১৩৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমানদের ওপর তাদের ঘোড়া ও দাসের কোন যাকাত নেই।

৪৭-অনুচ্ছেদ : মুসলমানের দাসের কোন যাকাত নেই।

১২৭০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ.

১৩৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমানদের তাদের দাস ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই।

৪৮-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীম-অনাথদের দান করা।

১২৭১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَاتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تَكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يَكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحُضَاءُ وَقَالَ آيِنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمْدُهُ فَقَالَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِئُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةُ الْخَضِرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَنَعِمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمَسْكِينُ وَالْيَتِيمُ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذْهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

১৩৭১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) একদা মিশরের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চার পাশে বসে পড়লাম। তিনি বললেনঃ আমার পরে তোমাদের সম্পর্কে যেসব ব্যাপারে আমি আশংকা করছি তার মধ্যে অন্যতম হল দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে রসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি কখনও অকল্যাণ নিয়ে আসে? নবী (সঃ) চুপ থাকলেন। এ লোকটিকে তখন বলা হল, কি দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন না। অতপর আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি নিজের (মুখমন্ডল হতে) ঘাম মুছে বললেনঃ প্রশ্নকর্তা কোথায়? তিনি যেন তার প্রশংসাই করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ কল্যাণের বস্তু তো কখনও অকল্যাণ বয়ে আনে না। তবে বসন্ত ঋতুতে যেসব (উদ্ভিদ) উৎপন্ন হয় তা (অপরিমিত ভোজনে) মৃত্যু ঘটায় কিংবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে আরা) মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। এ (দুনিয়ার) ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট এবং এ ধন মুসলমানদের কতই উত্তম বস্তু যা থেকে সে নিঃস্ব, অনাথ (ও অসহায়) পথচারীকে দান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এ ধন উপার্জন করে সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে অথচ ভৃগু হয় না। এ মাল কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

৪৯-অনুচ্ছেদ : স্বামীকে এবং নিজের লালনাশীন ইয়াতীমদের যাকাত প্রদান করা।
এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ (রাঃ) মহানবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৭২. عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُمْ وَكَأَنْتَ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَآيَتَامَ فِي حَجَرِهَا فَقَالَتْ

لَعَبْدُ اللَّهِ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْجُزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجَرِي
مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ
امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتَهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ
النَّبِيَّ ﷺ أَيْجُزِي عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي فِي حَجَرِي وَقُلْنَا لَا
تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَّانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ .

১৩৭২. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদের) স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন নবী (সঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি (নারীদেরকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হলেও দান কর। আর যয়নব (তার স্বামী) আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার পোষ্য ছিল তাদের জন্য ব্যয় করতেন (অর্থাৎ তাদের ভরণপোষণ করতেন)। তিনি (যয়নব) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-কে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, তুমি গিয়েই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করলাম এবং দরজার নিকট জনৈক আনসার রমণীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজনের মত। তখন বিলাল (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আমার স্বামী ও যে ইয়াতীমরা আমার কোলে রয়েছে তাদের জন্য সদকা (কর) করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরও বললাম, [নবী সঃ-এর নিকট] আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল (রাঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ ঐ মহিলা দু'জন কে কে? বিলাল (রাঃ) বললেন, যয়নব। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? বিলাল (রাঃ) বললেন, আবদুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) স্ত্রী। তিনি (সঃ) বললেন : হাঁ তার দ্বিগুণ পূনা হবে-আত্মীয়তার (হক আদায় করার) পূণ্য এবং দানের পূণ্য। ১৮

১৩৭৩ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَقَالَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ .

১৮ স্ত্রী তার স্বামীকে দান-খয়রাত করতে পারে কি না, এ সম্বন্ধে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) বলেন, জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, জায়েয আছে। যাকাত বা ফেত্রা আদায় হবে (শামী, ২৮, ৮৭)।

ওপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সাহেবাইন দলীল প্রদান করেন। ইমাম আহম (রাঃ) বলেন : এ হাদীসগুলোতে নফল দান-খয়রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৩৭৩. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি আবু সালামার পুত্রদের জন্য ব্যয় করি, তারা তো আমারই পুত্র, তবে আমার কোন পুণ্য হবে কি? তিনি বলেনঃ তাদের জন্য ব্যয় কর, তাদের জন্য যা ব্যয় করবে তার পুণ্য তুমি লাভ করবে।

৫০-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বলেন :

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

(সদকা বা যাকাতের অর্থ) গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে এবং (অসহায়) পথচারীদের জন্য (নির্ধারিত)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মালের যাকাত দ্বারা গোলাম আযাদ করতেন এবং হজ্জের জন্য (দুঃস্থ হাজ্জীদের) দান করতেন।

হাসান (বসরী) বলেন : যদি (যাকাত দানকারী) যাকাতের অর্থ দ্বারা নিজের পিতাকে ঋণ করে তবে তা জায়েয, (এছাড়া) সৈনিক এবং এমন ব্যক্তিকেও (যাকাত) দেয়া যেতে পারে যে হজ্জ করেনি (যদি সে দরিদ্র হয়)। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“সদকা (যাকাত) কেবলমাত্র দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ, প্রীতি বন্ধনের জন্য এবং গোলাম মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের এবং আল্লাহর পথে ও (অসহায়) পথচারীদের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।”

উল্লিখিত (আটটি খাতের) যে কোন খাতে দান করাই যথেষ্ট। নবী (সঃ) বলেছেন : খালিদ (ইবনে ওলীদ) তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আমাদের যাকাতলব উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে হজ্জ গিয়েছেন।

১৩৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَانْكُمُ تَظْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

১৩৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করলে (তাকে) বলা হল যে, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওলীদ ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (যাকাত দিতে) অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেনঃ ইবনে জামীল বুঝি এ কারণে অস্বীকার করেছে যে, সে নিঃস্ব ছিল, অতপর আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে বিস্ত্রশালী করেছেন। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা (যাকাত দাবী করে) তার ওপর যুলুম করেছে। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, তিনি রসূলের চাচা। সুতরাং এটা (দাবীকৃত যাকাত) তার জন্য অবশ্য ওয়াজিব এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ (অর্থাৎ তাঁর মর্যাদার খাতিরে তিনি শুধু ধার্যকৃত যাকাতই দেবেন না, বরং তার দ্বিগুণ দেবেন)। *

৫১-অনুচ্ছেদঃ কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা।

১৩৭৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَنَسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَذَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفُ يَعْفُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ .

১৩৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন আনসারী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দান করলেন। আবার তারা চাইলে তিনি তাদের (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (রসূল) বললেনঃ আমার নিকট মাল থাকলে আমি তা কখনো তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ করে রাখি না। যে ব্যক্তি অপরের নিকট কিছু চাওয়া থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর রাখেন এবং যে ধৈর্যাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর দান আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

১৩৭৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

১৩৭৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : ঐ সম্ভার কসম যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ! তোমাদের কারো পক্ষে এক গাছা রজ্জু নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বোঝাই করে বয়ে আনা কোন লোকের কাছে গিয়ে ভিক্ষা

* আবু দাউদের বর্ণনায় আছেঃ আব্বাস (রাঃ)-র যাকাত তাঁর পক্ষ থেকে আমি পরিশোধ করব।

চাওয়ার চেয়ে উত্তম। অথচ সে ব্যক্তি তাকে দান করতেও পারে অথবা তাকে বিমুখও করতে পারে।

১৩৭৭. عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ -

১৩৭৭. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো এক গাছা রশি নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠের বোঝা নিজের পিঠে করে বয়ে এনে তা বিক্রি করা যার দ্বারা আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করে থাকেন এটা তার জন্য এমন কাজ থেকে অধিক উত্তম যে, সে লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবে, আর তারা তাকে হয়ত দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

১৩৭৮. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعَلِيْبَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ أَنْ عُمَرُ دَعَا لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوَفِّيَ -

১৩৭৮. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে কিছু দান করলেন। আবার তাঁর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আবার দান করলেন। আবারও তাঁর নিকট কিছু চাইলাম তিনি (আবারও) কিছু দান করলেন এবং বললেনঃ হে হাকীম! এ মাল আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট। যে এটা নিরোঁতে গ্রহণ করে সে এতে বরকত প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে এটা লোভাতুর মনে গ্রহণ করে সে এতে বরকত পায় না এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করতে থাকে অথচ তৃপ্ত হয় না। ওপরের (দাতার) হাত নীচের (ভিক্ষার) হাতের চাইতে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! ঐ সম্ভার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহকারে

পাঠিয়েছেন। আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত আপনার পরে আর কারো নিকট হতে কিছু গ্রহণ করব না। পরবর্তী কালে আবু বাক্কর (রাঃ) হাকীম (রাঃ)-কে দান গ্রহণ করতে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর (রাঃ)-ও তাকে দান করার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন উমর (রাঃ) বললেন : হে মুসলিম সমাজ! আমি হাকীম সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, এ গনীমতের মাল থেকে তার প্রাপ্য আমি তাকে দান করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে হাকীম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পর আমৃত্যু কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

৫২-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বাকো লোভ-লালসা ও চাওয়া ব্যতীতই কিছু দান করেন (সে তা গ্রহণ করতে পারে)। (কেনা মহান আল্লাহ বলেনঃ)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

“বিস্তারিতের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।”

১৩৭৭. عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

১৩৭৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কিছু দান করলে আমি বলতাম, আমার চাইতে যার অভাব বেশী তাকে দিন। তিনি বলতেন : এটা গ্রহণ কর, যখন এ সম্পদ থেকে কিছু তোমার নিকট আসে অথচ তুমি তার জন্য লালায়িত নও এবং প্রার্থীও নও তখন তুমি তা গ্রহণ কর। আর এরূপ না হলে তোমার মনকে তার (ঐ মালের) পেছনে ধাবিত কর না।

৫৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য লোকদের নিকট হাত পাতে।

১৩৮০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَيَبِينُ مِمَّ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا بِأَدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمُنْذِ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ .

১৩৮০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) সর্বদা লোকের নিকট হাত পেতে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে সামান্য গোশতও থাকবে না। তিনি (সঃ) আরো বলেছেন : কিয়ামতের দিন সূর্য নিকটবর্তী হবে, এমনকি ঘাম কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছবে। এমতাবস্থায় লোকেরা (প্রথমে) আদম (আঃ), অতপর মূসা (আঃ) এবং তারপর (সর্বশেষে) মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।

রাবী আবদুল্লাহ (ইবনে সালেহ) -এর বর্ণনায় আরও আছেঃ “তখন তিনি (সঃ) মাখলুকের মধ্যে (তডিৎ) ফয়সালার জন্য (আল্লাহর নিকট) সুপারিশ করবেন। অতপর তিনি (বেহেশতের দিকে) এগিয়ে যাবেন এবং (বেহেশতের) দরজার কড়া ধরে দাঁড়াবেন। ঐদিন আল্লাহ তাঁকে ‘মাকামে মাহমূদ’ (প্রশংসিত স্থান)-এ পৌছাবেন। উপস্থিত সবাই ঐ স্থানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে।”

৫৪-অনুবাদ : মহান আল্লাহ বলেন,

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا

“তারা (অর্থাৎ আল্লাহর পথে অপরূহ ব্যক্তিরা) ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না” এবং কি পরিমাণ সম্পদ হলে কোন ব্যক্তিকে সম্পদশালী বলা চলে। নবী (সঃ) বলেনঃ যে পর্যন্ত এ পরিমাণ সম্পদ অর্জিত না হবে যা তাকে অভাবমুক্ত করবে (সে পর্যন্ত সম্পদশালী বলা যাবে না)। মহান আল্লাহ বলেন :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

“(সদকাসমূহ) সেসব দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যারা আল্লাহর পথে অপরূহ রয়েছে বলে (জীবিকার অবেশলে) দেশের কোথাও ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় না। কারো কাছে কিছু চায় না বলে নির্বোধ লোকেরা তাদের ধনশালী মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনতে পারবে। তারা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না। আর যে অর্থ-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তৎসম্পর্কে খুব জ্ঞাত।”

১২৮১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَى وَيَسْتَحِجُّ أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ الْحَافَا.

১৩৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয় যে দু'এক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায় (অথবা দু'এক গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ফেরায়), বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার সম্বলতা নেই অথচ চাইতেও লজ্জাবোধ করে কিংবা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট কিছু চায় না।

১৩৮২. عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَى بِشْرِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَأَضَاعَ الْمَالَ وَكَثَرَةَ السُّؤَالِ .

১৩৮২. মুগীরা ইবনে শো'বার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রাঃ) মুগীরা ইবনে শো'বাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপসন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশী বেশী যাচ্চা করা।

১৩৮৩. عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَى فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبَ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِمْ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتَفِي ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَكَبِكَبُوا قُلُوبًا مُكْبًا أَكْبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللَّهُ لَوَجْهِهِ وَكَبَّيْتُهُ أَنَا .

১৩৮৩. আবু আমের সাদ ইবনে আবু ওয়াহাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (সঃ) একদল লোককে কিছু (মাল) দান করলেন এবং আমিও তাদের মাঝে

ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বাদ দিলেন, তাকে কিছুই দান করলেন না। অথচ ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে ব্যাপারটি চুপি চুপি বললাম, আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিয়ে দান করলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি (সঃ) বললেন : বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী বললেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। অতপর তার অভাব সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল (অর্থাৎ তার অভাব-অনটনের কথা মনে করে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না)। তাই আমি (আবার) বললাম, হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার। অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী (আবু আমের) বলেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। অতপর তার (অভাব) সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল। তাই আমি (আবারও) বললাম, হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার। আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। এভাবে তিনবার (এরূপ কথাবার্তা) হল। (অবশেষে) তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে দান করি অথচ অপর ব্যক্তি আমার নিকট তার চাইতে প্রিয়তর হয়ে থাকে, শুধু উপড় করে দোযখে নিক্ষেপিত হবার ভয়ে (এরূপ করি)।

ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি আমার পিতা (সা'দ)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, (তৃতীয় বারের পর) নবী (সঃ) তাঁর হাত আমার কঁধ ও গর্দানের মাঝখানে রাখলেন, তারপর বললেন, এসো সা'দ (দানের ব্যাপারে তোমার জিজ্ঞাসার জবাব শোন)। আমি এক ব্যক্তিকে দান করি....শেষ পর্যন্ত।

১২৮৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْتَّمَرَةُ وَالتَّمَرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَفْطَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

১৩৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকের দ্বারা দ্বারা ঘুরে বেড়ায় এবং দু'এক গ্রাস (খাবার) কিংবা দু'একটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়, বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।

১২৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَفْدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.

১৩৮৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ এক গাছা রশি নিয়ে (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে পড়ে তিনি বলেছেন, পাহাড়ে গমন করা এবং কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা এবং (তার দ্বারা) আহানের সংস্থান করা ও দান-খয়রাত করা তার জন্য শোকের নিকট কিছু চাওয়ার চাইতে অধিক উত্তম।

৫৫-অনুবাদ : অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

১২৮৬. عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِي الْقُرَيْ إِذَا امْرَأَةً فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا آتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا أَنْهَا سَتَهَبُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَبِئٍ وَأَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِي الْقُرَيْ قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكَ قَالَتْ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بُكَارٍ كَلِمَةً مَعَهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَحَدًا قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْبُهُ إِلَّا أَخْبِرَكُمْ بِخَيْرٍ ثَوْرٍ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ ثَوْرُ بَنِي النَّجَارِ ثُمَّ ثَوْرُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ ثَوْرُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ ثَوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزَدَجِ وَفِي كُلِّ ثَوْرٍ الْأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا.

১৩৮৬. আবু হুমাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে আবুকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তিনি “ওয়াদিল-কুরা” নামক জনপদে পৌঁছে একটি দ্বীলোককে তার বাগানে দেখতে পেলেন। নবী (সঃ) স্বীয় সহচরদের বললেন, তোমরা (বাগানের খেজুরের) পরিমাণ অনুমান কর। রসূলুল্লাহ (সঃ) দশ ওয়াসাক (প্রায় ষাট মণ) অনুমান করলেন। তারপর তিনি দ্বীলোকটিকে বললেন : এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেখ। যখন আমরা আবুকে উপস্থিত হলাম তখন নবী (সঃ) বললেন : সাবধান। আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় বইবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার সঙ্গে উট রয়েছে সে যেসে তা বেঁধে রাখে। আমরা আমাদের উট বেঁধে রাখলাম। প্রচণ্ড ঝড় বইতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, ঝড় তাকে ‘তাই’ পাহাড়ে নিক্ষেপ করল।

(ঐ সময়) আইলার ১৯ বাদশাহ নবী (সঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন দিলেন এবং তিনি (সঃ) তাকে একখানা চাদর প্রদান করলেন আর তাকে ঐ দেশের রাজত্ব লিখে দিলেন। (ফেরার পথে) যখন তিনি 'ওয়াদিল-কুরা' পৌঁছলেন তখন ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ (খেজুর) উৎপন্ন হয়েছে? সে জবাব দিলঃ "দশ ওয়াসাক" যা রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুমান করেছিলেন। অতপর নবী (সঃ) বললেন : আমি শীগগির মদীনায পৌঁছতে চাই। সুতরাং তোমাদের যে কেউ আমার সাথে যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি করে। (অতপর রাবী) ইবনে বাক্বার একটি কথা বললেন যার অর্থ হল, যখন তিনি (সঃ) মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন : এটা 'তাবা' ২০। যখন তিনি উহদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেনঃ এটা ঐ পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও এটাকে ভালবাসি। আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আনসার গোত্র সম্পর্কে অবহিত করব না? সাখীরা বললেন, হা। তিনি বললেনঃ সর্বোত্তম গোত্র হলো বনু নাজ্জার, অতপর বনু আবদুল আশহাল, অতপর বনু সায়েদা অথবা বনুল হারিস ইবনে খায়রাজ্জ। তবে প্রতিটি আনসার গোত্রই উত্তম।

৫৬-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির পানি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্তিত ভূমিতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-র মতে মধুর উপর কোন যাকাত নেই।

১২৮৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُونَ أَوْ كَانَ عَثْرِيًا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ.

১৩৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদনদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিক্তিত হয়, তাতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

৫৭-অনুচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই।

১২৮৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خُمْسَةٍ أَوْ سُقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خُمْسٍ مِنَ الْأَيْلِ النَّوْذِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خُمْسٍ أَوْاقٍ مِنَ الْوَبِقِ صَدَقَةٌ.

১৩৮৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোন যাকাত নেই, উটের ওপর পাঁচটির কমে যাকাত নেই এবং রূপার উপর পাঁচ উকিয়ার কমে কোন যাকাত নেই।

১৯. 'আইলা' সমুদ্র উপকূলে একটি পুরনো শহর।

২০. 'তাবা' মদীনার অপর নাম, অর্থ হলো 'পবিত্র'।

৫৮-অনুচ্ছেদ : খেজুর কাটার মওসুমে খেজুরের যাকাত আদায় করা। আর সদকার (যাকাত লব্ধ) খেজুর হাতে নেয়ার জন্য ছোট বাটাকে ছেড়ে দেয়া যায় কি?

১২৮৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَافِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَيَجْعَلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا ثَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ .

১৩৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মওসুম এলে যাকাতের খেজুরসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আনা হত। এক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসল। আরেক জন তার খেজুর নিয়ে আসল। এভাবে তাঁর নিকট খেজুরের স্থূপ পড়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করে বললেন : “তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধররা সদকার দ্রব্য খায় না”?

৫৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের ফল অথবা বৃক্ষ (ফলসহ) অথবা যমীন (ফসলসহ) কিংবা গুথু ফসল বিক্রি করল যার ওপর উশর অথবা যাকাত ওয়াজিব ছিল, অতপর সে অন্য মাল দ্বারা ঐ যাকাত আদায় করল, অথবা সে এ ধরনের ফল বিক্রি করে দিল যাতে যাকাত ওয়াজিব ছিল না। নবী (সঃ) বলেন: তোমরা ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি কর না। সুতরাং ফল ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পর বিক্রি করতে তিনি কাউকে নিষেধ করেননি এবং (এ ব্যাপারে) যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে আর যার ওপর ওয়াজিব হয়নি এ দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

১২৯০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحَهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاقَتُهُ

১৩৯০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত না তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। (ইবনে উমরকে) যখন জিজ্ঞেস করা হত যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়া মানে কি? তিনি বলতেন, তার (খেজুরের) আপদ কাল কেটে যাওয়া।

১৩৭১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْنُو صَلاَحُهَا.

১৩৭১. জাবর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

১৩৭২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قَالَ حَتَّى تَحْمَارَ.

১৩৭২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল রঙীন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ লাল রং ধারণ না করা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৬০-অনুচ্ছেদ : যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি? অপরের যাকাতের মাল ক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী (সঃ) ওধু যাকাতদাতাকে (নিজের যাকাতের মাল) ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যদের নিষেধ করেননি।

১৩৭৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ لِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يَبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يُبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

১৩৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করেন। এরপর তিনি দেখলেন যে, ঐ ঘোড়াটি বিক্রি হচ্ছে। তিনি তা কিনতে চাইলেন। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট এসে (এ ব্যাপারে) তাঁর অনুমতি চাইলেন। তিনি (সঃ) বললেন : নিজের দান ফেরত নিও না। এ কারণে (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রাঃ) যখন কোন দানের বস্তু ক্রয় করতেন তৎক্ষণাৎ তা সদকা করে দিতেন।

১৩৭৪. عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِيَهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدْرَهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ.

১৩৭৪. আবু যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ আমি উমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। কিন্তু যার নিকট ঐ ঘোড়াটি ছিল সে তাকে অকর্মণ্য

করে দিয়েছিল। আমি ওটা কেনার ইচ্ছা করলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সে ওটা সস্তা দামে বিক্রি করবে। আমি নবী (সঃ)-কে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ ওটা খরীদ কর না। তুমি যা সদকা করেছ তা পুনরায় গ্রহণ কর না, যদিও সে এক দিনহামের বিনিময়ে তোমাকে তা প্রদান করে। কেননা সদকার দ্রব্য পুনঃ গ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষণকারীরাই ন্যায়।

৬১-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্য সদকা বা যাকাত প্রদান সম্পর্কিত বর্ণনা।

১২৯০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتُ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

১৩৯৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান ইবনে আলী (রাঃ) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর (হাতে) নিলেন এবং তা মুখে পুরে দিলেন। নবী (সঃ) বললেন : কখ কখ, যাতে সে ওটা বেল দেয়। অতপর তিনি বলেন : তুমি কি জান না যে, আমরা (বনু হাশিমরা) যাকাতের দ্রব্য খাই না?

৬২-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণীদের গোলামদের সদকা দান প্রসঙ্গ।

১২৯৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ كُلُّهَا.

১৩৯৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) (একদা) একটি মৃত বকরী দেখতে পেলেন। ওটা সদকার মাল থেকে মায়মুনা (রাঃ)-এর মুক্ত দাসীকে দেয়া হয়েছিল। নবী (সঃ) বললেনঃ ওর চামড়াটা তোমরা কাজে লাগালে না কেন? তারা জবাব দিল, ওটা যে মৃত। তিনি বললেনঃ ওটা ভক্ষণ করাই শুধু হারাম।

১২৯৭. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَأَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعَشْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَ مَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيَهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأَوْتَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ مَوْلَاهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

১৩৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাহ (নাখী দাসী)-কে মুক্ত করার জন্য খরীদ করতে চাইলে তার মনিবরা এই শর্ত আরোপ করতে চাইল যে, তার 'ওয়াল্লা'

(উত্তরাধিকার) তাদেরই থাকবে। তখন আয়েশা (রাঃ) (এ সম্পর্কে) নবী (সঃ)-কে বললে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি তাকে কিনে নাও। 'ওয়লা' (উত্তরাধিকার) তো তারই যে মুক্ত করে।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ (একদা) নবী (সঃ)-এর সামনে কিছু গোশত আনা হল। আমি বললাম, এটা বারীরাতে সদকা স্বরূপ দেয়া গোশত। তিনি বললেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপঢৌকন)।

৬৩-অনুচ্ছেদ : সদকা যখন যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

১৩৯৮. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْنَا نُسِيئُهُ مِنَ الشَّأَةِ الَّتِي بَعَثَتْ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا.

১৩৯৮. আনসার রমনী উম্মে আতিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-র নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি জবাব দিলেন, আপনি সদকার যে বকরীটা নুসাইবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার যে গোশতটুকু সে আমাদের জন্য পাঠিয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু নেই। তিনি (সঃ) বললেনঃ নিশ্চয়ই ওটা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে (সুতরাং এখন আমরা তার গোশত খেতে পারি)।

১৩৯৯. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَحْمٍ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

১৩৯৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর সামনে এমন কিছু গোশত আনা হল যা বারীরাতে সদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। তিনি (সঃ) বললেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপহার) স্বরূপ।

৬৪-অনুচ্ছেদ : যাকাত খনীদেদের থেকে গ্রহণ করে যে কোন এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ। ২১

১৪০০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا

২১. প্রত্যেক এলাকার যাকাত সেই এলাকার গরীবদের জন্যই ব্যয় করতে হবে। কোন কোন ইমামের মাযহাবে এরূপ করাই ওয়াজিব, অন্যত্র নেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফার মাযহাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলে যাকাত প্রেরণ করা যায় : যেমন (১) যাকাতদাতার গরীব আত্মীয় অন্য এলাকায় থাকলে; (২) এবং কোনো এলাকায় অভাব বেশী দেখা দিলে; (৩) এলেম শিক্ষার্থী ও অভাবী নেক লোকদের জন্য এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় প্রেরণ করা যায় (শামী)।

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

১৪০০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামন দেশে পাঠান তখন তাঁকে বলেন : তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা কিতাবধারী। সুতরাং তুমি তাদের নিকট পৌঁছে আহ্বান জানাবে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, প্রত্যহ দিন-রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেক। আর মবলুমের অতিশ্রাপকে ভয় কর, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

৬৫-অনুবাদ : যাকাত দানকারীর জন্য ইমামের দোআ ও মঙ্গল কামনা করা। মহান আল্লাহ বলেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ .

“তাদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদেরকে (তাহা থেকে) পবিত্র কর এবং তাদের জন্য দোআ কর। তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক।”

১৪.১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

১৪০১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায় তাদের যাকাত নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! তুমি অমুকের বংশধরের ওপর করুণা কর। আমার পিতাও স্বীয় যাকাত নিয়ে তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন : হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের ওপর দয়া কর।

৬৬-অনুচ্ছেদ : সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আব্বাস^{২২} ভূগর্ভস্থ ধন নয়, বরং এটা সমুদ্র থেকে নিষ্কৃত একটি বস্তু। হাসান বসরী (র) বলেন, আব্বাস ও মুতার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত (ওয়াজিব)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করেছেন, পানি অর্থাৎ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত ধনে নয়। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি একই সোতের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার কর্ত্ত চাইলে সে তাকে তা প্রদান করল। পরে ঐ দেনাদার সমুদ্রের দিকে যাত্রা করল। কিছু কোন যানবাহন পেল না (যাতে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দেনা পরিশোধ করতে পারে)। তাই সে এক খড় কাঠ নিয়ে তাতে ছিদ্র করল এবং তার মধ্যে হাজার দীনার ভরে (ছিদ্র বন্ধ করে) তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। যে লোকটি তাকে কর্ত্ত দিয়েছিল সে (নির্ধারিত দিনে সমুদ্র তীরে) পেল এবং হঠাৎ ঐ কাঠের টুকরাটা তার নজরে পড়ল। সে তার পরিবারের ছালানি কাঠের জন্য তা নিয়ে এল। এরপর তিনি [আবু হুরাইরা রাঃ] সম্পূর্ণ ঘটনাটা বর্ণনা করেন। সে কাঠের টুকরাটা ভিড়ে ঐ অর্থ পেয়ে গেল।

৬৭-অনুচ্ছেদ : 'রিকাব' অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। মালেক ইবনে আনাস ও ইবনে ইদরীস (ইমাম শাফি'রী) বলেন, জাহিলী যুগে ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদকে 'রিকাব' বলে। এর পরিমাণ কম হোক আর বেশী হোক তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এবং খনি 'রিকাব' নয়। নবী (সঃ) বলেছেন : খনির জন্য (খননকালে মারা গেলে) দত্ত নেই এবং ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খনি থেকে প্রতি দু'শ' দিরহামে পাঁচ দিরহাম (চল্লিশ ডাঙ্গের একভাগ) গ্রহণ করেছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, কাকের অধ্যুসিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। আর মুসলিম অধ্যুসিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে যাকাত ওয়াজিব। যদি শত্রু-জমিতে কোন বস্তু কুড়িয়ে পাওয়া যায় তবে তার ঘোষণা দিতে হবে। যদি শত্রু পক্ষের মাল হয় তবে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কেউ কেউ (ইমাম আবু হানীফা) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদের ন্যায় খনিও 'রিকাব'।^{২৩} কেননা যখন খনি থেকে কিছু বের করা হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাল মাদিন'। (বুখারী বলেন) এর জবাব এই যে, যখন কাউকে কোন বস্তু দান করা হয়, কিংবা কেউ যদি অধিক মুনাফা অর্জন করে অথবা ফল অধিক উৎপন্ন হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাত'। তাছাড়া তিনি নিজেই স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, খনি গোপন করাতে কোন দোষ নেই এবং এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে না।

২২. বর্তমান কালে তিনি মাছকে আনবার বলা হয়।

২৩. ইমাম আবু হানীফার মতে 'রিকাব' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ, আর 'মা'দিন' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ (খনি) এ উভয়টার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

১৪.২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

১৪০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : (গৃহপালিত) পশুর (জড়ির) জন্য দত্ত নেই। কূপের জন্য দত্ত নেই এবং খনির জন্যও নেই। ২৪ ভূ-গর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

৬৮-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বলেন : “যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা”। এবং যাকাত আদায়কারী থেকে ইমামের হিসেব-নিকেশ গ্রহণ করা।

১৪.৩. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ الْمُتَيْبَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ -

১৪০৩. আবু হুমাইদ সা'ইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী সুলাইমের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য আসাদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়াকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে ফিরে এলে তিনি তার কাছ থেকে হিসেব নিয়েছিলেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ : যাকাতের উট ও উটের দুধ পষটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা।

১৪.৪. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنَ الْبَاقِهَا وَأَبْوَالَهَا فَقَتَلُوا الرُّاعِيَ وَاسْتَأَقُوا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ .

১৪০৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায এলে সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না (ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে)। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে যাকাতলব্ধ উটের নিকট যেতে এবং ঐ উটের দুধ ও পেশাব পান করতে অনুমতি দিলেন। (সুস্থতা লাভের পর) তারা পালের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য) লোক পাঠালেন। তাদেরকে ধরে আনা হল। তিনি (সঃ) তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে (গরম) শলাকা বিদ্ধ করলেন। তারপর তাদেরকে কৌকরময় স্থানে ফেলে রাখলেন। তারা

২৪. উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও জানোয়ার কর্তৃক কেউ নিহত হলে তার জন্য মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না। কূপ অথবা খনি খননকালে অথবা অন্য কোন সময়ে তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা গেলে তার জন্য মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না, যদি কূপ বা খনি মালিকের নিজস্ব জমিতে কিংবা জনস্বত্বের ক্ষতিসাধন করানো হয়।

(যজ্ঞগায় ও সূ৭-গিপাসায়) পাথর চিবাতে থাকে। আবু কিলাবা, সাবিত ও হমাইদ প্রমুখ রাবী আনাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৭০-অনুবাদ : ইমাম কর্তৃক নিজের হাতে যাকাতের উটে দাগ লাগানো।

১৪.৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمُ يَسَمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .

১৪০৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক দিন ভোরবেলা শিশু আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম যেন তিনি খুঁয়া চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দেন। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তাঁর হাতে পশু দাগাবার একটি লৌহযন্ত্র রয়েছে, যদ্বারা তিনি যাকাতের উটগুলো দাগাচ্ছিলেন।

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

৭১-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর ফরয হওয়ার বর্ণনা। আবুল আলিয়া, আতা ও ইবনে সীরীন (রা)-এর মতে সদকায়ে ফিতর ফরয।^১

১৪.৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

১৪০৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের ওপর সদকায়ে ফিতর (রোযার ফিতরা) এক সা^২ খেজুর কিংবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের) নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়।

৭২-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর মুসলিম দাস ও স্বাধীন সবার ওপর ওয়াজিব।

১৪.৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

১৪০৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন ও গোলাম প্রত্যেকের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব প্রদান করা।^৩

১৪.৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَطْعُمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

১. সদকা বা ফিতরা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। যেমন ইমাম আবু হানীফার মতে তা ওয়াজিব। ইমাম শাফি'রী, মালেক, আহমদ প্রমুখের মতে সদকা ফেত্বা ফরয। এই উভয় মতের মধ্যে সুন্না ও মর্মগত সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।
২. এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার হটাক।
৩. ফিতরার পরিমাণ সম্পর্কে হানাফী মত হলো, অর্ধ সা' বা এক সের সাড়ে তেরো হটাক। অন্যান্য ইমামদের মতে পূর্ণ সা'।

১৪০৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব দিতাম।

৭৪-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খাদদ্রব্য প্রদান করা।

১৪০৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبٍ.

১৪০৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রসূলুল্লাহর যমানায়) সদকায়ে ফিতর বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাবার (আটা) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম।

৭৫-অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর প্রদান করা।

১৪১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷻ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مَدَيْنَيْنِ مِّنْ حِنْطَةٍ.

১৪১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, (পরবর্তী কালে) লোকেরা (আমীর মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীরা) তার স্থলে দুই 'মুদ্'৪ গম নির্ধারিত করেছেন।

৭৬-অনুচ্ছেদ : এক সা' কিসমিস প্রদান করা।

১৪১১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السُّمَرَاءُ قَالَ أَرَىٰ مُدًّا مِّنْ هَذَا يَعْدِلُ مَدَيْنَيْنِ.

১৪১১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর যমানায় আমরা ফিতরা বাবত (মাথা পিছু) এক সা' খাবার (গম) অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন গম আমদানি হল তখন তিনি বললেন, আমার মতে এর (গমের) এক 'মুদ্' (অন্য জিনিসের) দুই মুন্দের সমান।

৪. দুই 'মুদ্' হলো : এক সা'র অর্ধেক, অর্থাৎ এক সের সাড়ে তের ছটাক।

৭৭-অনুচ্ছেদ : ঈদের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা আদায় করা।

১৬১২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

১৪১২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) লোকদের (ঈদের) নামাযে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৬১৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالْتَّمْرُ.

১৪১৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর যমানায় ঈদুল ফিতরের দিন আমরা ফিতরা বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করতাম। আবু সাঈদ (খুদরী) বলেন, তখন আমাদের খাবার ছিল যব, কিসমিস পনির ও খুরমা।

৭৮-অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাস ও স্বাধীন উভয়ের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। মুহরী (র) বলেন, ব্যবসার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে যাকাত ও ফিতরা দু'টোই আদায় করতে হবে।

১৬১৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعُوذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ أَنْ كَانَ لِيُعْطَىٰ عَنْ بَنِيٍّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِيٌّ يَعْنِي بَنِي نَافِعٍ قَالَ كَانُوا يُعْطُونَ لِجُمُعٍ لَا لِلْفُقَرَاءِ

১৪১৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) নর ও নারী এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর অথবা বলেছেন রোযার ফিতরা (রাবীর সন্দেহ) এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে লোকেরা আধা সা' গমকে এর (এক সা' খেজুরের) সমান ধরে নিয়েছে। ইবনে উমর (সব সময়) খেজুর প্রদান করতেন। একবার মদীনাবাসীর নিকট খেজুরের আকাল দেখা দিলে

তিনি যব প্রদান করেন। ইবনে উমর (রাঃ) ছোট বড় সবার ফিতরা প্রদান করতেন। (রাবী নাফে বলেন,) এমনকি আমার ছেলেদের ফিতরাও তিনি দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর ওদেরকেই ফিতরা প্রদান করতেন যারা তা গ্রহণ করত এবং সাহাবারা ইদুল ফিতরের এক কিংবা দুই দিন পূর্বেই (আদায়কারীর নিকট) ফিতরা জমা দিতেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, হাদীসে ‘বানিয়্যা’ শব্দ দ্বারা নাফে’র ছেলেদেরকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সাহাবারা আদায়কারীর নিকট ফিতরা জমা দিতেন, সরাসরি গরীবদেরকে দিতেন না।

৭৯-অনুচ্ছেদ : বড় ও ছোট সবার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। আবু উমর বলেন : উমর, আলী, ইবনে উমর, জাবির, আয়েশা (রা), তাউস, আতা ও ইবনে সীরীন (র)-এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায় সীরীন (র)-এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায় করতে হবে। যুহরী (র) বলেন, পাগলের সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে।

১৬১০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ .

১৪১৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা’ যব অথবা এক সা’ খেজুর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।